সংবাদ

তারিখ ...30.10.89... ...
পৃষ্ঠা... .. ..কলাম 2... ...

087

প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেয়ার আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ মোশাররফ হোসেন রপ্তানি আয়ে জনশক্তির অবদানের কথা উল্লেখ করে দেশের শিক্ষানীতিকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি গতকাল অর্থনীতি সমি-

(শেষ পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

প্রাথমিক ও কারিগরী

(১ম পাতার পর)

তির শিক্ষা ও জনশক্তি পরিকল্পনা শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনাব হোসেন বলেন, দেশের এবং রপ্তানির চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তির। এব্যাপারে প্রাথমিক এবং মধ্যস্তরের কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মধ্যস্তরের কারিগরি শিক্ষার চেয়ে উচ্চ শিক্ষার পেছনে অধিক ব্যয় করা হয়ে থাকে।

জনাব হোসেন বলেন, ভারত এবং পাকিস্তান প্রতিবছর জনশক্তি রপ্তানি করে দু'থেকে তিনশ' কোটি ডলার আয় করে থাকে। বাংলাদেশের সামনে প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দক্ষ জনশক্তির অভাবে এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারছে না।

শিক্ষা ও জনশক্তি পরিকল্পনার উপর প্রবন্ধ পাঠ করতে গিয়ে জনাব এ টি এম মোস্তফা কামাল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৭৩ দশমিক ১৫ ভাগ হচ্ছে টেকনিক্যাল আর ২৬ দশমিক ৮৫ ভাগ হচ্ছে সাধারণ। অথচ সরবরাহের দিক থেকে ৯৪ দশমিক ৩২ ভাগ আসে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাকি ৫ ভাগ আসে টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে।

দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষাভিত্তিক নয়া শিক্ষানীতি প্রণয়নের আহবান জানান।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে তিনি বেশ কিছু সুপারিশ করেন। তার মধ্যে রয়েছে বাংলাকে প্রধান ভাষা হিসেবে গ্রহণ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করে তিনি শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ১: ৫০ থেকে ১: ১০-এ নিয়ে আসার সুপারিশ করেন।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনারও সুপারিশ করা হয়।

লাভজনক ব্যবসা

মিসেস জাহানারা বেগম সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাতিল করে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, যেকোন শিক্ষা প্রকল্প বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রকল্প পরিচালনা একটা ব্যবসা। এর সুবিধা যারা পাবার কথা তারা কিছুই পায় না বরং এর সুবাদে প্রকল্প প্রবর্তকরা বেশ নামী ও দামী হয়ে ওঠেন এবং প্রকল্পকে মূলধন করে তারা দেশ-বিদেশে পরিচয়ের পরিধি বিস্তৃতি ও আখের গুছিয়ে থাকেন।

তিনি বলেন, এসব প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ঘটবে না এটা কর্মকর্তারা বোঝেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা ক্রমবর্ধমান হারে প্রকল্পনির্ভর হয়ে পড়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সহজ, এতে সময় ও অর্থের অপচয়ের সুযোগ বৃদ্ধি ঘটে এবং জনসাধারণকে সহজে ধোঁকা দেয়া যায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব আবদুল মান্নান চৌধুরী তার ভাষণে বলেন, দেশে প্রায় ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৯২টি টেকনিক্যাল পদ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত কারিগরের পরিবর্তে অন্য পেশার লোকদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। এতে শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

তিনি জনশক্তি উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান।

বর্তমান নীতিকে খণ্ড-বিখণ্ড আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এতে শ্রম বাজারের সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে এক পেশার লোক অন্য পেশায় নিয়োগের সুযোগ পেয়ে থাকে।